বাংলা কাব্যের রূপভেদ

উপস্থাপক

এ. টি. এম. সাহাদাতুল্লা

মহাকাব্য

- দেশ কালের সীমায় আবদ্ধ কোনো জাতির আবর্তন-বিবর্তন রেখাটি, তার চেতনার সমগ্র রূপটি যে মহান কাব্যের মধ্যে ধরা পড়ে তাকে মহাকাব্য বলা হয়। মহাকাব্যের ইংরেজি প্রতিশব্দ Epic ।
- মহাকাব্য দুই প্রকার – জাতীয় মহাকাব্য ও সাহিত্যিক মহাকাব্য
- জাতীয় মহাকাব্য—রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডেসি
- সাহিত্যিক মহাকাব্য--মেঘনাদবধ কাব্য

গীতিকাব্য ও প্রকারভেদ

ইংরেজি লিরিক শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ রূপে গীতিকবিতা শব্দটি ব্যবহৃত হয়। গীতিকবিতার সংজ্ঞায় বলা হয়-- ব্যক্তিগত কল্পনার স্বতঃস্ফূর্ত ভাবোচ্ছ্বাস হলো গীতিকবিতা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গীতিকবিতার সংজ্ঞা হিসেবে বলেছেন--বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটন মাত্র যাহার উদ্দেশ্য সেই কাব্যই গীতিকাব্য।

গীতিকবিতার শ্রেণিবিভাগ

বিষয় অনুসারে গীতিকবিতাকে ছ'টি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যায়। যথা--

- প্রেমমূলক গীতিকবিতা
- দেশপ্রেমমূলক গীতিকবিতা
- গার্হস্থ্য জীবনকেন্দ্রিক গীতিকবিতা
- প্রকৃতিমূলক গীতিকবিতা
- বিষাদমূলক গীতিকবিতা
- তত্ত্বাশ্রয়ী গীতিকবিতা

➢ **প্রেমমূলক গীতিকবিতা--**

প্রেম যে কবিতার মূল উপজীব্য তাকে প্রেমমূলক গীতিকবিতা বলা হয়। বৈষ্ণব পদাবলীর বিভিন্ন কবিতা প্রেমমূলক গীতিকবিতা হিসেবে নির্বাচন করা যায়।

➢ **দেশপ্রেমমূলক গীতিকবিতা--**

যেসব গীতিকবিতার মূল বিষয় দেশপ্রেম তাদের দেশপ্রেম মূলক গীতিকবিতা বলা হয়।

যেমন মধুসূদন দত্তের 'ভারতভূমি'।

➢ **গার্হস্থ্য জীবনকেন্দ্রিক গীতিকবিতা--**

যেসব গীতিকবিতায় গার্হস্থ্য জীবনের কথা বিশেষভাবে জায়গা পায় তাদের গার্হস্থ্য জীবনকেন্দ্রিক গীগীতি কবিতা বলে। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসু, প্রমুখের লেখায় এই জাতীয় গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়।

- প্রকৃতিমূলক কৃতি কবিতা--

যেসব গীতিকবিতার মূল বিষয় হিসাবে প্রকৃতিকে গ্রহণ করা হয়, তাদের প্রকৃতিমূলক গীতিকবিতা বলে। যেমন জীবনানন্দ দাশের 'ঘাস' কবিতা।

- বিষাদমূলক গীতিকবিতা--

বিষাদ এই শ্রেণির গীতিকবিতার মূল সুর। অনেক ক্ষেত্রেই এই বিষাদ প্রকৃতিগত অথবা চেষ্টাকৃত। মধুসূদন দত্তের 'আত্মবিলাপ' এই শ্রেণির কবিতার বিশেষ উদাহরণ।

- তত্বাশ্রয়ী গীতিকবিতা

এই শ্রেণির গীতিকবিতায় নীতি বা তত্ত্বকথা বিশেষভাবে গুরুত্ব পায়। তবে নীতি কবিতার সঙ্গে তত্বাশ্রয়ী গীতিকবিতার কিছু পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনদেবতা তত্ত্ব অবলম্বন করে লেখা কবিতা গুলি এই পর্যায়ের উদাহরণ।

আখ্যান কাব্য

যে কাব্য বিশেষ কোনো আখ্যান বা কাহিনিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, সাধারণভাবে তাকে আখ্যান কাব্য বলে। ইংরেজি ঐতিহাসিক আখ্যান কাব্যের অনুসরণে বাংলা আখ্যান কাব্য রচিত হয়েছে বলে মনে করা হয়।

উদাহরণ--

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ মধুসূদন দত্তের ‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য’ নবীনচন্দ্র সেনের ‘পলাশীর যুদ্ধ’।

গাথা কাব্য

ইংরেজি ব্যালড শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ গাথা। ব্যালাডের অর্থ নৃত্য ও গীতিমূলক রচনা। বাংলায় যাকে গাথা কাব্য বলা হয় তার সঙ্গে ব্যালাডের কিছু পার্থক্য আছে। গাথা কাব্য হল এক ধরনের লোককাব্য বা লোকসাহিত্য, যা সাধারণত গান আকারে রচিত হয় এবং লোকমুখে প্রচলিত থাকে। এটি কোনো নির্দিষ্ট কবির রচনা নাও হতে পারে এবং এর মূল বৈশিষ্ট্য হল কাহিনি বা গল্প বলা, যা গান বা কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

গদ্য কাব্য

গদ্যকাব্য (Prose Poem) হল এমন এক ধরনের সাহিত্য যা গদ্যের আকারে লেখা হলেও কাব্যের মতো নান্দনিক এবং আবেগঘন অনুভূতি প্রকাশ করে। এতে পদ্যের মতো ছন্দের বাধ্যবাধকতা থাকে না, তবে এটি সাধারণ গদ্য থেকে আলাদা, যেখানে ভাষার শৈলী এবং প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে কাব্যিক গুণাবলী ফুটিয়ে তোলা হয়।

ধন্যবাদ